স্বাধীনতার যন্ত্রণা

সাঈদ-উর-রব

মা, জিজ্ঞেস কর ওদের
আমাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হল কেন?
কার অপরাধে আমি আসামীর কাঠগড়ায়
কেন ঘটল, কারা ঘটাল সামনে পিছনে কে? নিজেই জানি না- আমার অপরাধ কী!
হে প্রিয়তমা, ওদের কাছে বিচার চেয়ে কোনো লাভ নেই;
ওরা শুধু নিজেদের স্বার্থে আমাদের নিয়ে করে নোংরা রাজনীতি-
গলাবাজ নেতাদের মিথ্যা আশ্বাস ও প্রলোভনে জাতিকে বিভ্রান্ত করে।
আমাকে নির্মমভাবে হত্যা করে যদি
বাংলার মানুষ সুখী, সমৃদ্ধশালী দেশ হয়, তাতে আপত্তি নেই।
ছোট বেলা বাবা স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন-
দেশ স্বাধীন হলে সুখে ভরে উঠবে বাংলা মায়ের আঙিনা
বৈষম্য, হানাহানি, হত্যা লুটপাট আর হাহাকার থাকবে না;
সবাই স্বাবলম্বী হবো, ঘুচবে সবার দুখ
বিশ্ববাসী দেখতে আসবে বাংলা মায়ের মুখ;
আরো কত কি!
পাকিস্তানী দুশমনদের মর্টারের ভয়ে মা কুলাউড়া ছেড়ে আমতৈল
গ্রামে দাদাবাবুর বাড়িতে আগুন দিলে, জীবন বাঁচাতে দৌড়ে পুকুর পাড়ের দেয়াল টপকাতে দেখে,
জল্লাদ আর্মি গুলি করে মারে, নতুন দেশে হায়েনারা এ খবর জানে, কিন্তু!
দাদার বাড়িতে কুকুরকুন্ডলী পাকিয়ে রাত যাপন,

লাইনে দাঁড়িয়ে কেনা সাদা পপলিন গায়ে, হলুদ আটার রুটি খেতে গেলে যত অভিমান,
মা শুধাতেন বাচারে স্বাধীন দেশে করতে হবেনা অভাবে দিন গুজরান।’
শহরে-গ্রামে স্বজনদের যন্ত্রণা স্বচোখে দেখে কষ্ট পেয়েছি নয় মাস,
সব সইছে বাংলার জনতা বুকে নিয়ে স্বাধীনতার আশ।
জীবনবাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলাম,
দেশ স্বাধীন হল, হারালাম অনেক সতীর্থ-বন্ধুদের।
বিজয়ের বেশে এসে দেশ গড়ার কাজে হাত দিলাম।
ছোট-বড় দলগুলোর রাজনীতি বিষ্ঠার এপিঠ-ওপিঠ,
ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে নতুন দেশের যাত্রা শুরু হলো সনাতনী ভাবনা নিয়ে;
কি আশ্চর্য! সব ঐ আগেরই মতো।
আপসহীন মুক্তিযোদ্ধাদের আকাশচুম্বী আশাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে শুরু হলো অনিশ্চয়তার দিকে যাত্রা,
উচ্চাভিলাষী সেনা-রাজনীতিবিদদের খপ্পরে পড়ে মাঝে-মধ্যে সৈনিক জনগণের ঘটে স্বপ্নভঙ্গ,
নিরীহ দেশবাসী বিভ্রান্ত, জর্জরিত, ক্লান্ত, উৎকণ্ঠিত।
রক্তাক্ত বাংলায় রাক্ষসদের স্বরূপ-প্রকাশে শরীর শিউরে ওঠে।
এক পা এগিয়ে গেলে দু-পা পেছাতে হয়-
এই কি স্বাধীনতার বিড়ম্বনা, নাকি না পাওয়ার যন্ত্রণা!

হঠাৎ করে ছদ্মবেশী সন্ত্রাসীরা আমার স্বপ্ন ম্লান করে দিয়ে গেল।
রেখে গেলাম স্বাধীন দেশ ও তোমাদের-
ভাল থেকো!
আমার জন্য তোমরা এভাবে কাঁদছ কেন?
আমি তোমাদের কাঁদাতে চাইনি,
বরং, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নিজেদের নোংরামি রাজনীতি বাদ দিয়ে,
তুমি আমি সবাই মিলে গলাগলি করে বাংলার মাটিতে হাসতে চেয়েছিলাম;
পিলখানায় বিশ্বাসঘাতকদের আঘাতে নিহত সৈনিকের রক্তে
লাল সবুজের পতাকা আবারো রঞ্জিত হল।
এদেশে এটা নতুন নয়।
এর আগেও রক্তের হোলি-উৎসব করে বহুজন পার পেয়েছে বাংলাদেশে;
ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তদন্ত কমিটি হয়েছে, সত্যকে আড়াল করে, গরিবের টাকার শ্রাদ্ধ হয়েছে,
রিপোর্ট জনগণ কখনো জানতে পারেনি- এবারও হয়ত বা তাই।
শিকড় উপড়ে ফেলে পঙ্গু করে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে বার বার।
স্বাধীন দেশে পাওয়া না পাওয়ার বেদনা, যন্ত্রণা,

ক্রোধ, উদ্বেগ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।
মানুষের হিংসার গভীরতা বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে আটলান্টিকের পাড়ে আঘাত করতে শুরু করেছে;
দেশকে নিয়ে চেনা বামনদের সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র চলবে আর কত কাল!
প্রিয় দেশে হত্যার আর্তনাদে মানুষ যখন দেশে ও প্রবাসে শোকাকুল
সাজানো মঞ্চে নেতা-নেত্রীর অভিনয় দেখে জনগণ বলে-
আমরা কি করেছি কোন ভুল?

চারদিকে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ ওঠেছে- হত্যা ও পৈশাচিকতার প্রকাশ্যে বিচার চাই, শাস্তি চাই;
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া, চার নেতা, কবি, সাহিত্যিক,
সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা, ব্যবসায়ী, সৈনিকসহ অনেককেই নির্মমভাবে হত্যা করা হল স্বাধীন সোনার বাংলায়-
ওরা নয়তো আমরা, খুনীদের বিদেশে চাকুরি দিয়ে এবং পুরস্কৃত করে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছি অনেকবার।
খুনীরা রয়ে গেছে বিচারের উর্ধে, নাক ডেকে নির্বিঘ্নে ঘুমায়।
আর স্বজনহারারা চোখের জলে নিজেদের বুক ভেজায়।
সুজলা-সুফলা স্বাধীন বাংলায় মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদে হাঁটতে যখন ভয় পায়,
স্বৈরশাসক এরশাদ, খুনী মোস্তাকের প্রেতাতা, উদ্দিনরা অবৈধ কাজ করে বুক টান করে শহরে-বন্দরে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ায়।
সুবিধাবাদী বর্গীদের সাথে আড়ালে-আবডালে সমঝোতা করে তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে কেউ কেউ ক্ষমতায় যায়।
কে করবে ওদের বিচার, বিচারক বিব্রত, সবই যেন প্রহসন-
কে শুনবে আজ স্বজন হারাদের আর্ত-ক্রন্দন।
কে রাষ্ট্র প্রধান, সরকার প্রধান, সেনা নেতা, দেশী না বিদেশী
কে দেশের প্রকৃত মালিক- তা কেউ জানে না, হয়তো বা জানতে চায়ও না।
কথায় দেশ প্রেমিক, কাজে দেশদ্রোহী, কাউকে চেনার-বোঝার উপায় নেই;
নিজেদের মধ্যেই ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে বর্ণচোরা, আমাদের নিরাপত্তা কৈ!
মাঝে মধ্যে বর্গীরা বাংলাদেশে ছদ্মবেশে এসে খাবে দাবে, বুদ্ধি পরামর্শের মহা ঔষধ দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে চলে যাবে;
আমরা মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকার, স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষের শক্তির ধুয়া তুলে
ওদের সাজানো মঞ্চে মারামারি করে বিভক্ত হয়ে, পিছিয়ে পড়ি।
রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদের জন্য খুঁজে বেড়াই যোগ্য দেশপ্রেমিকের

পরিবর্তে ভিক্ষুক পরিবেষ্টিত অযোগ্য, অপরিপক্ক, ল্যাংড়া-খোঁড়া, বয়সের ভারে নুয়ে পড়া
বাকহীন, আদর্শহীন 'সুপুরুষ'কে!
সাবাস বাংলাদেশ এগিয়ে চল!
রাষ্ট্রের কর্ণধারদের অর্বাচীন আচরণ দেখে জনগণ কখনো কখনো হতভম্ব,
রাজনীতিকরা ভাবেন এদেশ তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি- জনগণ নিঃস্ব।
স্বাধীনতার পর থেকে দখল-পাল্টা দখল, কান্না, হত্যা আর ফুল দেয়া-
নেয়াকে সম্বল করে মৃত মানুষের স্বপ্ন দেখিয়ে দেশে চলে রাত-দিন নোংরা রাজনীতি।
সামনে এগুবার পথ রুদ্ধ; সর্বত্রই চলছে নগ্ন স্বজনপ্রীতি।
পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও বিষোদগার করে গ্রামে গঞ্জে চলে অবিরাম হানাহানী,
সরকার প্রধানকে নিমন্ত্রণের নামে ডেকে নিয়ে সৈনিকরা বুঝিয়ে দেয় আমরাই সর্বাপেক্ষা সম্মানী।
সুশৃঙ্খল বাহিনী সেনাকুঞ্জে হৈ চৈ করে বুঝায় আমরা শক্তিশালী!
আসলে কি তাই?
বিশ্বাসের ঘরে লেগেছে আগুন, আস্থার ঘর শূন্য,
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান দেশবাসী তোমায় করবে ধন্য।
কারো উপর ভরসা করা যায় না, উঠেছে অবিশ্বাসের ঢেউ;
মরণকে তুচ্ছ করে অসত্যের মোকাবেলায় এগুচ্ছেনা কেউ।
রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান, রাজনীতিক, আমলা, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী
সর্বোপরি সৈনিক-কেউই নয় দেশের হিতৈষী;
আমজনতাকেই আবার হয়ত একদিন হাতে নিতে হবে মহাসত্যের অসি?
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, তথ্য ফাঁস করে দিয়ে কার লাভ হয়েছে;
সারা বিশ্বে বাংলাদেশকে ছোট করে?
ওরা কারা? কার স্বার্থে তিলে তিলে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় স্তম্ভগুলো পরিকল্পিতভাবে ভেঙে দেওয়ার
ষড়যন্ত্র চালিয়েছে?
কারা মিরজাফর, আর কারা মোহন লাল বর্গীরাই শুধু চিনে-
কৌশলে তাদের পোষ মানিয়ে দেশের অস্তিত্বে আঘাত হানে।
মাথাভারীদের মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, সীমাহীন লোভ, দুর্নীতি করেছে সতীর্থদের হিংস্র,
রাষ্ট্রের সবাই যেন বুভুক্ষ, কারোর কোনো অপেক্ষা নেই, কোন নিরাপত্তা নেই।
দেশ প্রেম নেই, বোধ নেই, বিবেক নেই, অসৎ প্রতিযোগিতা সর্বত্র।
তাই তো রুগ্ন বাংলা মায়ের সাধারণ জনতা সদা-সন্ত্রস্ত!

অফিসারদের বিমাতাসূলভ আচরণে সৈনিকরা যন্ত্রণাবিদ্ধ
দোষ কার সনাক্ত করা কঠিন।

বিপথগামী হৃদয়হীন সন্ত্রাসীরা এলোপাতাড়ি গুলি করে
শূন্য করছে বহু মা-বাবার বুক।
স্ত্রী ছেলে-মেয়েরা আর্ত আহাজারিতে আজ মূক।
আশাভঙ্গের কথা বলে অনুপ্রবেশ ঘটেছে সর্বত্র।
মিথ্যে স্বপ্ন শ্বাসরুদ্ধ করে বারবার দিয়েছে আশা
নিঝুম রাতে ভয়ে বুক ধড়পড় করে, প্রতিশোধ নিতে
আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বিদ্রোহীরা জ্যোৎস্না রাতে শিকড় উপড়ে ফেলতে গিয়ে, শূন্যতায় ভোগে।
কী বিচিত্র দেশ!
নির্মমভাবে হত্যা করে নিরাপদে পালিয়ে গেল-
রইলো না কোন রেশ।
নিজেরা নিজেদেরই কলঙ্কিত করছে।
কোন দিন মোছার নয় এ ভ্রাতৃঘাতী রক্তের ক্ষত
স্বজন-হারাদের চোখ থেকে ঝরছে অশ্রুন্ন অবিরত।
আকাশচুম্বী আশা আকাঙ্খা নিয়ে প্রতিবাদ-
নিজেদের বুকে জমে থাকা হতাশা ও বিক্ষোভের কারণে সবাই আজ হিংস্র!
বহুরূপীদের উপড়ে ফেলে,
চিরবঞ্চিত ও নতুনদের স্বপ্ন দেখাতে হবে এবার দেশে।
মিথ্যে ইতিহাসের পরিবর্তে শপথ নিতে হবে সত্য প্রতিষ্ঠার।
বিপদ জেনে- পারস্পরিক আস্থার অভাবে হতাশা, বঞ্চিত সৈনিকদের জীবনে উত্থান পতনে সবাই বাকরুদ্ধ
থমকে গেছে জীবনপ্রবাহ, হঠাৎ ছন্দপতনে সবাই স্তব্ধ।
জাতির সেবা করতে এসে দেশপ্রেমিক সাধারণ সৈনিকরা প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করে।
অন্ধত্বের মোহ ও রাজনৈতিক দলের লেজুড় ছেড়ে
বাঙালি জেগে ওঠ, ঘন মেঘের পর রৌদ্র উঠতে শুরু করেছে চারদিকে।
তাকাও, দেখ পৃথিবী এগুচ্ছে, আর, আমরা কালো জাহাঙ্গীর, সাদা জাহাঙ্গীরের প্রেসক্রিপশন নিয়ে-
দেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বানানোর পাঁয়তারায় সাদাদের তোষামুদি করে, বলি তোমাদের কারজাই.....
হায়রে দেশ প্রেম! হায়রে স্বাধীনতা! হায়রে রাজনীতি!
জনগণের এ কি পরিণতি!

ক্ষমতা দখলের নাম করে নিজেরা কামড়া-কামড়ি করি
বিজয়-মাস শেষ হয়ে এল একুশ;

বুদ্ধিজীবী, দেশপ্রেমিক বর্ণচোরাদের পুরাতন কাসুন্দি শুনে শুনে এল স্বাধীনতার মাস।
প্রতিবারের মতো এবারও চলে যাবে।
সবাই মিলে কাঁদব, কাঁদাব, উদ্‌যাপন করব সাড়ম্বরে স্বাধীনতার অনুষ্ঠান।
এভাবে আর কত দিন-
অশ্রুম্ন ঝড়িয়ে শহীদ মিনারে ফুল দিতে গিয়ে, বক্তৃতার নামে গলাবাজি করে আমরা করি অভিনয় আর রাজনীতি।
অন্যের শোকে কাতর হবে অন্যের ব্যথ্যায় ব্যথিত হবে
ভাইয়ে ভাইয়ে কলহে লিপ্ত হবে- এ কেমন কথা!
স্বাধীন দেশে দেশপ্রেমের নামে হানা-হানী, ক্ষমতা দখল, চুরি-ডাকাতি, ঘুষ, মিথ্যাচার, ধর্মীয় উন্মাদনা, কান্নাকাটি, অনাসৃষ্টি সবই চলবে, তবে এবার আমাকে ছাড়া।
'৭১-এ পাকিস্তানীরা বাঙালির ঘাড় মটকাতে এসে
হত্যা, লুট, নির্যাতন, অগ্নিকান্ড, ধর্ষণ, ধংসযজ্ঞের তান্ডব চালিয়ে দেশকে করেছে পঙ্গু।
খুব তাড়াতাড়ি ভুলে গেছি ইতিহাসের সেইসব স্মৃতি।
কর্পূরর মত উড়ে গেছে যুদ্ধকালীন সম্প্রীতি;
দেশী, বিদেশী হায়েনার আঘাতে, সন্ত্রাসীরা নামে বেনামে
সাহায্যের নাম করে ষড়যন্ত্র করেই চলেছে, আমাদের ঠিকানায়।
অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত দেশে
বীর বাঙালি বার বার দাঁড়াতে চেয়েছে;
কিন্তু তারা যে বড্ড অসহায়।
প্রতিবেশী নয়ত অন্য কারো ইশারায় একে অন্যকে হত্যা, বেয়নেটের আঘাতে
ক্ষত-বিক্ষত,
পাশবিক নির্যাতন, অত্যাচার, অগ্নিসংযোগ করে বিপথগামী বাঙালিরা পাষণ্ড পাকিস্তানী দুশমনদের চেয়ে একধাপ এগিয়ে লালসবুজের পতাকাবাহী দেশকে কলঙ্কিত
করেছে আবার।
বহু হয়েছে, আর নয় হিংসা বিদ্বেষ-এবার এসো সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শপথ
নেই সোনার বাংলা গড়ার।

নিউইয়র্ক, ২৪ মার্চ ২০০৯।